

গ্রন্থ সমালোচনা

বইয়ের নাম :	অসমাপ্ত আত্মজীবনী
লেখকের নাম :	শেখ মুজিবুর রহমান
রচনাকাল :	১৯৬৬-১৯৬৯
প্রথম প্রকাশ :	জুন, ২০১২
প্রকাশক :	ইউপিএল
পৃষ্ঠা :	৩২৯

মানুষকে ভালোবাসলে মানুষও ভালোবাসে। যদি সামান্য ত্যাগ স্বীকার করেন, তবে জনসাধারণ আপনাকে জীবন দিতেও পারে।” - শেখ মুজিবুর রহমান।

□ গ্রন্থ সংক্রান্ত তথ্যাবলি

- ❖ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইটির ভূমিকা লেখেন - শেখ হাসিনা।
- ❖ ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িটির বর্তমান অবস্থান - সড়ক নম্বর ১১, বাড়ি নম্বর ১০।
- ❖ ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িটি শেখ হাসিনার কাছে হস্তান্তর করা হয় - ১৯৮১ সালের ১২ জুন।
- ❖ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' পাণ্ডুলিপি আকারে পাওয়া যায় - চার খণ্ডে।
- ❖ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থটি সম্পাদনার কাজ করেন - শামসুজ্জামান খান।
- ❖ বাংলার বাণী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন - শেখ ফজলুল হক মণি।
- ❖ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদক - প্রফেসর ফকরুল আলম।
- ❖ বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী লেখার সময়কাল ছিল - ১৯৬৬-৬৯।
- ❖ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থটির প্রচ্ছদ শিল্পী - সমর মজুমদার।
- ❖ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' প্রথম প্রকাশিত হয় - জুন, ২০১২।
- ❖ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থে পূর্ব বাংলার রাজনীতি চিত্রায়িত হয়েছে - ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত।
- ❖ বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী গ্রন্থের প্রকাশক - মহিউদ্দিন আহমদ।
- ❖ বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী' গ্রন্থের গ্রন্থস্বত্ব - বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের।
- ❖ বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' সর্বপ্রথম অনুবাদ করা হয় - ইংরেজিতে।
- ❖ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আত্মজীবনী লেখা শুরু করেন - ১৯৬৭ সালে।
- ❖ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে উল্লিখিত আন্দামান হলো - ইংরেজ আমলের জেলখানা।
- ❖ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে উল্লেখ আছে দেশভাগের পর পাকিস্তানের রাজধানী হয় - করাচিতে।
- ❖ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থের শেষ বাক্য - আমাদের হয়ে গেল।
- ❖ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র প্রথম লাইন - বন্ধুবান্ধবরা বলে জীবনী লেখ।

□ বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তি জীবন সংক্রান্ত তথ্যাবলি

- ❖ ২৫ শে মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের পর সেনাবাহিনী ৩২ নং রোডের বাসায় পুনরায় হানা দেয় - ২৬ শে মার্চ রাতে।
- ❖ বঙ্গবন্ধুর জন্মের সময় বঙ্গবন্ধুর ইউনিয়ন ছিল ফরিদপুর জেলার - সর্বদক্ষিণের ইউনিয়ন।
- ❖ শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ি গোপালগঞ্জ সদর হতে - চৌদ্দ মাইল দূরে।
- ❖ বঙ্গবন্ধুর প্রথম কারাবাসের স্থায়িত্ব - সাত দিন।
- ❖ বঙ্গবন্ধু প্রথম কারাবাস করেন - ১৯৩৮ সালে।
- ❖ বঙ্গবন্ধুর গ্রাম টুঙ্গিপাড়া - বাইগার নদীর তীরে অবস্থিত।
- ❖ বঙ্গবন্ধুর ইউনিয়নের পাশ দিয়ে - মধুমতি নদী প্রবাহিত হয়েছে।
- ❖ শেখ বংশের গোড়াপত্তন করেছিলেন - শেখ বোরহানউদ্দিন।
- ❖ বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে - চারটি দালান ছিল।

- ❖ শেখ বংশের সাথে – রানী রাসমণির লড়াই হয়েছিল।
- ❖ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পিতা পেশায় – সেরেসাদার ছিলেন।
- ❖ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিবাহ করেন – ১২-১৩ বছর বয়সে।
- ❖ বঙ্গবন্ধুর স্ত্রীর ডাক নাম ছিল – রেণু।
- ❖ বিবাহের সময় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের বয়স ছিল – ৩ বছর।
- ❖ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম – ১৯২০ সালে।
- ❖ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পিতার নাম – শেখ লুৎফর রহমান।
- ❖ শেখ মুজিবের শিক্ষাজীবন শুরু হয় – এম. ই. স্কুলে।
- ❖ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাতার নাম – সায়েরা খাতুন।
- ❖ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেরিবারি রোগে আক্রান্ত হন – ১৯৩৪ সালে।
- ❖ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হন – গ্লুকোমা রোগে।
- ❖ বঙ্গবন্ধু সর্বপ্রথম দেশের বাইরে যান – ১৯৪৩ সালে।
- ❖ ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’তে উল্লেখ আছে বঙ্গবন্ধু যে ধরনের গান শুনেছিলেন আজমীর শরীফে – কাওয়ালি গান।
- ❖ বঙ্গবন্ধু আজমীর শরীফ দেখার পর – আগ্রার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেছিলেন।
- ❖ ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ বইতে বঙ্গবন্ধু বিমানকে – হাওয়াই জাহাজ বলেছেন।
- ❖ বঙ্গবন্ধু তাজমহল দর্শন করেছিলেন – পূর্ণিমা রাতে।
- ❖ বঙ্গবন্ধুরা – ৬ ভাইবোন ছিল।
- ❖ বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে পৌঁছাতে স্টেশন থেকে – মধুমতী নদী পার হতে হয়।
- ❖ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে পড়ার সময় – বেকার হোস্টেলে থাকতেন।
- ❖ বঙ্গবন্ধু প্রথম বিদেশ ভ্রমণ করেন – রেল।
- ❖ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ গ্রন্থে ‘ব্রহ্মদেশ’ বলে যে দেশ বুঝিয়েছেন এটির বর্তমান নাম – মায়ানমার।
- ❖ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে – আইন বিষয়ে।
- ❖ পাকিস্তান সৃষ্টির পর হতে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেলে যান – ৩ বার।
- ❖ গোপালগঞ্জ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ির দূরত্ব – ১৪ মাইল।
- ❖ বঙ্গবন্ধুর বর্ণনায় তাঁর একমাত্র বাজে খরচ – সিগারেট খাওয়া।
- ❖ ১৯৫২ সালে অনশনের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির অর্ডার আসে – রেডিওগ্রামে।
- ❖ ১৯৫২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হংকং সফরকালে এটি – যুক্তরাজ্যের অধীনে ছিল।
- ❖ বঙ্গবন্ধু প্রথম পাকিস্তানের রাজধানী করাচি সফর করেন – ১৯৫২ সালে।
- ❖ শেখ মুজিবুর রহমান শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হককে সম্মোহন করতেন – নানা বলে।
- ❖ যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভায় বয়সে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন – শেখ মুজিবুর রহমান।
- ❖ পূর্ব বাংলায় গভর্নর শাসন জারির দিন রেডিও ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ট্যাগ দিয়েছিলেন – দাঙ্গাকারী।
- ❖ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গোপন বিচার করে – মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।
- ❖ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি – বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

❑ রাজনৈতিক তথ্যাবলি

- ❖ ১৯৩৮ সালে শেরে বাংলা যখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী –

শ্রমমন্ত্রী ছিলেন।

- ❖ শেরে বাংলা ও সোহরাওয়ার্দীর গোপালগঞ্জে আগমন উপলক্ষে আয়োজিত জনসভায় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী থেকে হিন্দু ছাত্ররা সরে পড়েন – কংগ্রেসের নিষেধাজ্ঞার কারণে।
- ❖ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম জেলে যান – ১৯৩৮ সালে।
- ❖ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথমবার জেলে যান – সহপাঠীকে উদ্ধারের জন্য মারপিট করায়।
- ❖ মামলার আপসের জন্য শেখ মুজিবসহ অন্যদের – পনেরশত টাকা জরিমানা দিতে হয়েছিল।
- ❖ শেখ মুজিবুর রহমান কলকাতা যেয়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দার সাথে দেখা করেন – ১৯৩৯ সালে।
- ❖ দিল্লিতে জিন্নাহ সাহেবের সম্মেলন হতে ফেরার সময় বঙ্গবন্ধু তাঁর কর্মীদের – ২৫ টাকা করে দিয়েছিলেন দেশে ফেরার জন্য।
- ❖ ভারত ভাগের সময় – ১০ কোটি মুসলিম ছিল ভারতবর্ষে।
- ❖ 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' এর দিন বাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন – সোহরাওয়ার্দী।
- ❖ 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' তে সোহরাওয়ার্দী ভাষণ দেন – গড়ের মাঠে।
- ❖ বঙ্গবন্ধু দাঙ্গায় রিফিউজি ক্যাম্পে সেবা করার – দেড় মাস পর কলকাতায় আসেন।
- ❖ দাঙ্গা পরবর্তী বঙ্গবন্ধুর অসুস্থতার সময় – সোহরাওয়ার্দী তাকে হাসপাতালে ভর্তি করেন।
- ❖ ১৯৪৬ সালের শেষের দিকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মুসলমানদের জন্য – ৫টা মন্ত্রীর পদ খালি রেখেছিল।
- ❖ ব্রিটিশ ভারতের শেষ লর্ড ছিলেন – লর্ড ওয়েলেসলি।
- ❖ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' অনুসারে সিলেট জেলা বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল – গণভোটের মাধ্যমে।
- ❖ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে উল্লেখ আছে সোহরাওয়ার্দী সাহেব ছিলেন – পশ্চিম বঙ্গের লোক।
- ❖ দেশভাগের পর প্রথম কনফারেন্সে – ২৯ জন সদস্য নিয়ে কমিটি গঠন হয়।
- ❖ বঙ্গবন্ধু ঢাকায় আসার পর প্রথম কনফারেন্স করলেন – আবুল হাসনাত সাহেবের বাড়িতে।
- ❖ দেশভাগের পর সোহরাওয়ার্দী সাহেব ঢাকায় এলে – নাজিমুদ্দিনের কাছে থাকতেন।
- ❖ অধিকাংশ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ নেতারা রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী ছিলেন – উর্দুকে।
- ❖ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাবু বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবি করেন – সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে।
- ❖ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে উল্লেখ আছে “বাংলা ভাষা দাবি” দিবস – ১১ মার্চ ১৯৪৮।
- ❖ বঙ্গবন্ধু ২য় বার জেলে যান – ১১ মার্চ ১৯৪৮।
- ❖ সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ হতে জেলে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে যান – কামরুদ্দিন সাহেব।
- ❖ ভাষার জন্য ১১ মার্চ বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হয়ে জেলে ছিলেন – ৫ দিন।
- ❖ ১৯৪৮ সালে কিছুদিনের জন্য ভাষা আন্দোলন বন্ধ রাখা হয়েছিল – জিন্নাহ সাহেবের ঢাকায় আগমন কারণে।
- ❖ "অসমাপ্ত আত্মজীবনী"তে উল্লেখ আছে দেশভাগের পর জিন্নাহ ঢাকায় আসেন – ১৯ মার্চ ১৯৪৮।
- ❖ জিন্নাহ "উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা" সর্বপ্রথম এই ঘোষণা করেন – ঘোড়দৌড় মাঠের সভায়।
- ❖ উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ২য় বারের মতো জিন্নাহ এই ঘোষণা করেন – ঢাবির কনভোকেশনে।
- ❖ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রবেশ করেন – ১৯৩৯ সালে।

- ❖ বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক জীবনের প্রথমদিকে – পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম রক্ষার আন্দোলন করেন।
- ❖ শেখ মুজিব প্রথম দিল্লি যান – অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ সম্মেলনে যোগদান করতে।
- ❖ পাকিস্তানে প্রথম মার্শাল ল' বা সামরিক শাসন জারি হয় – ১৯৫৮ সালে।।
- ❖ শেখ মুজিব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাহচর্যে ছিলেন প্রায় – ১২ বছর।
- ❖ ভারত বিভক্তির সময় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন – মাওলানা আবুল কালাম আজাদ।
- ❖ সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী মুসলমানরা 'পাকিস্তান' চায় কি চায় না তা নির্ধারণ করতে ভোট অনুষ্ঠিত হয় – ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে।
- ❖ লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় – ২৩ মার্চ ১৯৪০।
- ❖ ভারতবর্ষ বিভক্তির সময় ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন – ক্রিমেন্ট এটলি।
- ❖ ভারতবর্ষ বিভক্তির পূর্বে – ১১টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল।
- ❖ ক্যাবিনেট মিশন – ৩ জন মন্ত্রীর সমন্বয়ে গঠিত হয়।
- ❖ ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা প্রদানের উদ্দেশ্যে গঠিত মিশনের নাম – ক্যাবিনেট মিশন।
- ❖ ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় বঙ্গবন্ধু “প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের” – সদস্য পদ অর্জন করেন।
- ❖ ভারতবর্ষ ভাগের পূর্বে শুধু একটি প্রদেশে মুসলিম লীগ সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রদেশটির নাম – বাংলাদেশ।
- ❖ 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' এর দিন বঙ্গবন্ধু মুসলিম লীগের পতাকা উত্তোলন করতে যান – কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।
- ❖ ভারত-পাকিস্তান বিভক্তিকালে মোহান আলী জিন্নাহ – গভর্নর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হন।
- ❖ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি এ পাস করেন – ১৯৪৭ সালে।
- ❖ ঢাকায় মুসলিম লীগ অফিস পাকিস্তান জেলার সময়ে ছিল – ১৫০ নম্বর মোগলটুলী।
- ❖ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাত্মা গান্ধীকে উপহার দিয়েছিলেন – ছবি।
- ❖ দেশভাগের পর বঙ্গবন্ধু ঢাকায় এসে প্রথম – ১৫০নং মোগলটুলিতে ওঠেন।
- ❖ দেশভাগের পর বঙ্গবন্ধু ঢাকায় এসে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের তত্ত্বাবধানে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এই প্রতিষ্ঠানের নাম – গণতান্ত্রিক যুবলীগ।
- ❖ 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' গঠিত হয় – ১৯৪৮ সালে ৪ জানুয়ারি।
- ❖ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠিত হয় – ফজলুল হক মুসলিম হলে।
- ❖ দেশভাগের পর পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি হন – চৌধুরী খালিকুজ্জামান।
- ❖ করাচিতে সংবিধান সভার বৈঠকে প্রথম বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তুলেছিলেন – ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
- ❖ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত – কংগ্রেস দলের সদস্য ছিলেন।
- ❖ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম সভাপতিত্ব করেন – আমতলার সাধারণ ছাত্রসভায়।
- ❖ 'তমদ্দুন মজলিস' ছিল একটা – সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান।
- ❖ সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ইংরেজ আমলে – ঘোড়দৌড় কাজে ব্যবহৃত হতো।
- ❖ পাকিস্তানের মানুষের – ৫৬ ভাগ মাতৃভাষা ছিল বাংলা।
- ❖ মাওলানা ভাসানী আসাম থেকে এসে বসবাস করা শুরু করেন – টাঙ্গাইলের কাগমারী।
- ❖ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মৃত্যুবরণ করেন – ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮।
- ❖ বঙ্গবন্ধু ভক্ত ছিলেন – আব্বাসউদ্দিনের গানের।
- ❖ 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ' গঠিত হয় – রোজ গার্ডেনে।
- ❖ 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠনকালে প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি ছিলেন – মাওলানা

আব্দুল হামিদ খান ভাসানী।

- ❖ 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠাকালীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছিলেন – যুগ্ম সম্পাদক।
- ❖ 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠনকালে শেখ মুজিব – জেলে ছিলেন।
- ❖ 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নাম পরিবর্তন করে 'আওয়ামী লীগ' নামকরণ করা হয় – ১৯৫৫ সালে।
- ❖ 'আওয়ামী লীগ'র প্রথম ওয়ার্কিং কমিটির সভা হয় – আরমানিটোলা ময়দানে।
- ❖ ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা – বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- ❖ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পর ছাত্রলীগের সভাপতি হন – দবিরুল ইসলাম।
- ❖ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে থাকার সময় তকালীন প্রভোস্ট ছিলেন – ড. ওসমান গণি।
- ❖ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক গুরু ছিলেন – হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।
- ❖ ভারত ভাগের পর পাকিস্তান গণতন্ত্রের পথ ছেড়ে একনায়কতন্ত্রের দিকে ধাবিত হয়েছিল, কারণ – কোনো বিরোধী দল ছিল না।
- ❖ “জলুম প্রতিরোধ দিবস” পালনের সিদ্ধান্ত হয় – ১৯৪৯ সালে।
- ❖ নিম্নবেতনের কর্মচারীদের আন্দোলনের সময় বঙ্গবন্ধু ঢাবির – সলিমুল্লাহ হলে থাকতেন।
- ❖ আসামের ‘বাঙাল খেদা’ আন্দোলনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন – ভাসানী।
- ❖ আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের সময় খবরের কাগজের বিজ্ঞপ্তিতে বঙ্গবন্ধুর নামের পাশে লেখা ছিল – নিরাপত্তা বন্দি।
- ❖ ঢাকার তাজমহল সিনেমা হলে ছাত্রলীগের কনফারেন্স – বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
- ❖ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের হয়ে বঙ্গবন্ধুর নির্বাচনী এলাকা ছিল – গোপালগঞ্জ, কোটালী পাড়া।
- ❖ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করে – মে ১৯৫৪।
- ❖ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করে বাংলার গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করা হয় – ইক্ষান্দার মির্জাকে।
- ❖ ১৯৫৪ সালে বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হবার পর বঙ্গবন্ধুকে নিরাপত্তা আইনে বন্দি থাকতে হয়েছিল – প্রায় ১০ মাস।
- ❖ লিয়াকত আলী খানকে হত্যা করা হয় – জনসভায়।
- ❖ ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলায় – আইনসভা বসার কথা ছিল।
- ❖ ভাষা আন্দোলনের জন্য গঠিত সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের কনভেনর ছিলেন – কাজী গোলাম মাহবুব।
- ❖ ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে বঙ্গবন্ধুকে – ফরিদপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হয়।
- ❖ বঙ্গবন্ধু ওয়াকার ইনচার্জ ছিলেন – ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে।
- ❖ বঙ্গবন্ধু অনশন ধর্মঘট শুরু করেন – ফরিদপুর জেলে।
- ❖ ১৯৫০ সালে গ্রান্ড ন্যাশনাল কনভেনশন ডাকা হয়েছিল – লাহোরে।
- ❖ ১৯৫০ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত গ্রান্ড ন্যাশনাল কনভেনশনে – পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানানো হয়েছিল।

- ❖ পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকে গুলি করে হত্যা করা হয় – রাওয়ালপিণ্ডিতে।
- ❖ লিয়াকত আলী খান আততায়ীর হাতে নিহত হন – ১৯৫১ সালে।
- ❖ কার নির্দেশে 'সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয় – বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে।
- ❖ ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হবে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় – ঢাকা মেডিকেল কলেজে।
- ❖ পূর্ব বাংলার অফিসিয়াল ভাষা হবে বাংলা খাজা নাজিমুদ্দিন এ ওয়াদা করেছিলেন – ১৯৪৮ সালে।।
- ❖ তমদুদন মজলিশ প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর।
- ❖ তমদুদন মজলিশ জড়িত ছিল – ভাষা আন্দোলনের সাথে।
- ❖ মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে শামসুল হককে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয় – ১৯৫৩ সালে।
- ❖ ১৯৫২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারিতে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির অর্ডার আসে – রেডিওগ্রামের মাধ্যমে।
- ❖ 'পিণ্ডি কনসপিরেসি' মামলার আসামিদের পক্ষ নিয়েছিলেন– সোহরাওয়ার্দী।
- ❖ ১৯৫২ সালে পাকিস্তানের মিলিটারি হেডকোয়ার্টার্স ছিল –রাওয়ালপিণ্ডিতে।
- ❖ বঙ্গবন্ধু পিকিং শান্তি সম্মেলন-১৯৫২ এ যোগদান করেছিলেন – ঢাকা-রেন্সন-হংকং পথে।
- ❖ চীনের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় চিয়াং কাইশেকের দল পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল – ফরমোজায়।
- ❖ পিকিং-এ সম্মেলন চলাকালীন চীনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন – মেজর জেনারেল রেজা।
- ❖ চীনের শান্তি সম্মেলন হতে ফিরে বঙ্গবন্ধু সভা করেছিলেন – পল্টন ময়দানে।
- ❖ ১৯৫২ সালে অনশন ধর্মঘট করার পর বঙ্গবন্ধুর মুক্তির অর্ডার আসে – ২৭ ফেব্রুয়ারি।
- ❖ খাজা নাজিমুদ্দিন প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্ত হন – এপ্রিল ১৯৫৩ সালে।
- ❖ খাজা নাজিমুদ্দিনের পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন – মোহাম্মদ আলী বগুড়া।
- ❖ পাকিস্তান আমলে গণপরিষদের সদস্য না হয়েও প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন– মোহাম্মদ আলী বগুড়া।
- ❖ প্রধানমন্ত্রী পদে স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পূর্বে মোহাম্মদ আলী বগুড়া পাকিস্তানের – রাষ্ট্রদূত (আমেরিকা) পদে ছিলেন।
- ❖ সর্বপ্রথম বাংলা লেখা পদ্ধতি চালু করার প্রচেষ্টা নেয়া হয় – আরবি হরফে।
- ❖ ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের পর থেকে আরবি হরফে বাংলা লেখা পদ্ধতি চালু করার প্রচেষ্টা নেন – ফজলুর রহমান।
- ❖ পাকিস্তান হওয়ার পর থেকে ১৯৫৩ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত শেরে বাংলা একে ফজলুল হক –
- হাইকোর্টের এডভোকেট জেনারেল পদে ছিলেন।
- ❖ শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক আওয়ামী লীগের জনসভায় যোগদান করেন – বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবুর রহমানের অনুরোধে।

- ❖ শেরে বাংলা একে ফজলুল হক কর্তৃক গঠিত রাজনৈতিক দল – কৃষক-শ্রমিক দল।
- ❖ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯৫২ সালে পাকিস্তানের করাচি সফরের সময় তার সেক্রেটারি ছিলেন – আমানুল্লাহ।
- ❖ ভাষা আন্দোলনের সময় করাচিতে রাজনৈতিক নেতাদের আড্ডাখানা ছিল – করাচি কফি হাউজ।
- ❖ ১৯৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তান শান্তি কমিটির সভায় সভাপতি ছিলেন – আতাউর রহমান খান।
- ❖ ১৯৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তান শান্তি কমিটি শ্লোগান ছিল – যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই।
- ❖ আওয়ামী লীগের একুশ দফা দাবির রচয়িতা – আবুল মনসুর আহমদ।
- ❖ একুশ দফা দাবির প্রথম দফা – রাষ্ট্রভাষা বাংলা।
- ❖ যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের পূর্বে ফ্রন্টের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন – হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।
- ❖ নির্বাচনের পূর্বে যুক্তফ্রন্টের জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিলেন – কফিলুদ্দিন চৌধুরী।
- ❖ ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচনী এলাকা ছিল – গোপালগঞ্জ।
- ❖ যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম ছিল – ওয়াহিদুজ্জামান।
- ❖ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এলাকায় নির্বাচনের – ৪ দিন পূর্বে সফর করেন।
- ❖ যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিদ্বন্দ্বী ওয়াহিদুজ্জামান পরাজিত হন – প্রায় দশ হাজার ভোটে।
- ❖ ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে মোট আসন ছিল – ৩০০ টি।
- ❖ ১৯৫৪'র নির্বাচনে মুসলিম লীগ – ৯টি আসন পায়।
- ❖ যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে আওয়ামী লীগ – ১৪৩টি আসন পায়।
- ❖ শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের কৃষক-শ্রমিক পার্টি (কেএসপি) যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে – ৪৮টি আসন পায়।
- ❖ যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য – ৭২টি আসন সংরক্ষিত ছিল।
- ❖ যুক্তফ্রন্টের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ছিল – আওয়ামী লীগ।
- ❖ যুক্তফ্রন্ট এমএলএদের সভা সর্বপ্রথম – ঢাকা বার লাইব্রেরির হলে অনুষ্ঠিত হয়।
- ❖ যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভের পর নেতা নির্বাচিত করা হয় – শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হককে।
- ❖ বঙ্গবন্ধুর মতে কৃষক শ্রমিক দল একমাত্র – শেরে বাংলার ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার উপর টিকে ছিল।
- ❖ আদমজী জুট মিলে দাঙ্গা হয়েছিল – মে ১৯৫৪।
- ❖ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দায়িত্বে ছিলেন – কো-অপারেটিভ ও এগ্রিকালচার মন্ত্রণালয়ের।
- ❖ যুক্তফ্রন্ট সরকার থাকাকালে পূর্ব বাংলার চিফ সেক্রেটারি ছিলেন – জনাব হাফিজ

ইসহাক।

- ❖ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিলের পর পূর্ব বাংলার গভর্নর হন – ইক্ষান্দার মির্জা।
- ❖ যুক্তফ্রন্ট সরকার বরখাস্ত করে পূর্ব বাংলার চিফ সেক্রেটারি করা হয়েছিল – এন এম খানকে।
- ❖ ইক্ষান্দার মির্জা গভর্নর হওয়ার আগে মেজর জেনারেল পদে কর্তব্যরত ছিলেন।
- ❖ ১৯৫৪ সালে আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ছিলেন – প্রফেসর আব্দুল হাই।
- ❖ ১৯৫৪ সালে পাকিস্তানে জরুরি অবস্থা জারি হয় – ২৩ অক্টোবর তারিখে।
- ❖ পাকিস্তানে সর্বপ্রথম জরুরি অবস্থা জারি করেন – গোলাম মোহাম্মদ।
- ❖ ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয় – ১৯৫২ সালে।
- ❖ গোলাম মোহাম্মদ বেআইনিভাবে গণপরিষদ ভেঙে দেওয়ার ফলে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন – তমিজুদ্দিন খান।
- ❖ পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নকালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী – আইনমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।
- ❖ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন – ৫ জুন ১৯৫৫সালে।
- ❖ আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি প্রত্যাহার করা হয় – ২১ অক্টোবর ১৯৫৫ সালে।
- ❖ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ভুখা মিছিলের নেতৃত্ব প্রদান করেন – শেখ মুজিবুর রহমান।
- ❖ পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ও সামরিক বাহিনী প্রধান জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করেন – ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর।
- ❖ 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি – গোপন সংগঠন।
- ❖ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মৃত্যুবরণ করেন – বৈরুতে।।
- ❖ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা দাবি পেশ করেন – লাহোরে।
- ❖ ছয় দফা দাবি দিবস পালিত হয় – ৭ জুন।
- ❖ আগরতলা মামলা দায়ের করা হয় – ৩ জানুয়ারি ১৯৬৮।
- ❖ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় মোট আসামি ছিলেন – ৩৫ জন।
- ❖ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় – ১৯৬৯ সালে।
- ❖ ছাত্রদের এগার দফা দাবি ঘোষিত হয় – ৫ জানুয়ারি, ১৯৬৯ সালে।
- ❖ শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয় – ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ সালে।
- ❖ শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেওয়া হয় – রেসকোর্স ময়দানে।
- ❖ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেন – তোফায়েল আহমেদ।
- ❖ জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতাসীন হন – ২৫ মার্চ ১৯৬৯ সালে।
- ❖ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামীলীগ – ১১ দফার ভিত্তিতে নির্বাচনী প্রচার কার্য চালায়।
- ❖ ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে – মেহেরপুর জেলায়।
- ❖ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচার সম্পন্ন হয় – পাকিস্তানের ফায়জালাবাদ

(লায়ালপুর) জেলে।

- ❖ পাকিস্তান জেলে বঙ্গবন্ধুর বিচার কাজ শেষ হয়- ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সালে।
- ❖ বাংলাদেশ স্বাধীন হলে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয় - ৮ জানুয়ারি, ১৯৭২।
- ❖ পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম - লন্ডনে যান।
- ❖ পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে পৌঁছান - ১০ জানুয়ারি।
- ❖ বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব নেন - ১২ জানুয়ারি।
- ❖ ভারতীয় মিত্রবাহিনী বাংলাদেশ ত্যাগ করে - ১২ মার্চ ১৯৭২।
- ❖ বিশ্বশান্তি পরিষদ বঙ্গবন্ধুকে - জুলিও কুরী পুরস্কার প্রদান করে।
- ❖ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানে স্বাক্ষর করেন - ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭২।
- ❖ আওয়ামীলীগ বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আসন লাভ করে - ২৯৩ টি (৩০০টির মধ্যে)।
- ❖ ১৯৭৩ সালের ৬ সেপ্টেম্বর জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য বঙ্গবন্ধু - আলজেরিয়া যান।
- ❖ বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন - ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ সালে।
- ❖ বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে একটি জাতীয় দল গঠন করেন। এটির নাম ছিল - বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ।
- ❖ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শাহাদাতবরণ করেন - ১৫ আগস্ট ১৯৭৫।
- ❖ আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু বিবৃতি দেন - ২৫ জুন, ১৯৬২।
- ❖ বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানের নাম পাঠে বাংলাদেশ রাখেন - ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯।
- ❖ ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু সারা দেশে হরতাল ডাকেন - ৩ মার্চ তারিখে।
- ❖ ৭০ সালের নির্বাচনের প্রথম নির্বাচনী সভা হয়েছিল ঢাকার খোলাইখালে।
- ❖ জেনারেল ইয়াহিয়া আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধুকে দেশদ্রোহী ঘোষণা করেন - ২৬ মার্চ ১৯৭১।
- ❖ ভারতে বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানান - ভিভি গিরি, ইন্দিরা গান্ধী।
- ❖ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ হতে বঙ্গবন্ধুর নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করা হয়েছিল - ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭১।
- ❖ বঙ্গবন্ধুকে রাজনীতির কবি বলে আখ্যায়িত করে - নিউজ উইক পত্রিকা।
- ❖ বঙ্গবন্ধুর জাদুঘর অবস্থিত - ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে।
- ❖ বঙ্গবন্ধু হত্যার দিন বাংলা তারিখ ছিল - ২৯ শ্রাবণ ১৩৮২।
- ❖ মুজিব ব্যাটারি - বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম গোলন্দাজ।
- ❖ Unfinished Memories এর লেখক - বঙ্গবন্ধু।
- ❖ বঙ্গবন্ধু বাকশাল গঠন করেন - ২৪ ফেব্রুয়ারি '৭৫।
- ❖ বঙ্গবন্ধু বাকশালে - চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন।
- ❖ বঙ্গবন্ধু হত্যার রায় - ৭৬ পৃষ্ঠা ছিল।
- ❖ বঙ্গবন্ধু হত্যার রায় ঘোষণা করেন - বিচারপতি কাজী গোলাম রসুল।

- ❖ ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়েছিল – ২৬ শে সেপ্টেম্বর '৭৫।
- ❖ ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করা হয় – ১৯৯৬ সালে।

□ বিখ্যাত উক্তি

- ❖ “কলকাতা শহরে শুধু মরা মানুষের লাশ বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে। মহল্লার পর মহল্লা আগুনে পুড়ে গেছে। এক ভয়াবহ দৃশ্য।”
- এভাবে বঙ্গবন্ধু বর্ণনা দিয়েছেন – সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার।
- ❖ ‘যুক্ত বাংলা হলে হিন্দু মুসলমানের মঙ্গলই হবে।’ উক্তিটি – খাজা নাজিমুদ্দিনের।
- ❖ “নেতারা যদি নেতৃত্ব দিতে ভুল করে, জনগণকে তার খেসারত দিতে হয়। উক্তিটি – বঙ্গবন্ধুর।
- ❖ ভারত ভাগের সময় বঙ্গবন্ধুর প্রতি সোহরাওয়ার্দীর উপদেশ ছিল – সাম্প্রতিক দাঙ্গা হতে দিওনা।
- ❖ “বাবা যাহাই কর হক সাহেবের বিরুদ্ধে কিছুই বলিও না।” -শেখ মুজিবকে এ কথাটি বলেছিলেন – তাঁর মাতা।
- ❖ যখনই হক সাহেবের বিরুদ্ধে কালো পতাকা দেখাতে গিয়েছি, তখনই জনসাধারণ আমাদের মারপিট করেছে।” উদ্ধৃত পঙক্তিটি – অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থ থেকে নেওয়া।
- ❖ “If I am nobody, then why you have invited me? You have no right to insult me. I will prove that I am somebody. Thank you sir, [wil] never come to you again.” এ কথা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে শেখ মুজিব বলেছিলেন।
- ❖ “১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব কে করেছিলো, আমিই তো! জিন্নাহকে চিনত কে?” উক্তিটি – শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের।
- ❖ “Minorities cannot be allowed to impede the progress of majorities.” উক্তিটি – মি.এটলির।
- ❖ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কনভোকেশনে বক্তৃতা করতে উঠে জিন্নাহ যখন বললেন, “উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে’-তখন ছাত্রদের প্রতিবাদের মুখে জিন্নাহর প্রতিক্রিয়া – পাঁচ মিনিট চুপ করেছিলেন এবং পুনরায় ব্যক্তব্য শুরু করেন।
- ❖ “নির্যাতনের ভয় পেলে বেশি নির্যাতন ভোগ করতে হয়।” উক্তিটি – বঙ্গবন্ধুর।
- ❖ “নীতির কোনো বালাই ছিল না, একমাত্র আদর্শ ছিল ক্ষমতা আঁকড়িয়ে থাকা।” বঙ্গবন্ধু – মুসলিম লীগ সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছেন।
- ❖ যারা চুরি করবেন তাঁরা মুসলিম লীগে থাকুন আর যারা ভালো কাজ করতে চান তাঁরা আওয়ামী লীগে যোগদান করুন। – শেরে বাংলার উক্তি।
- ❖ “প্রথমে তিনি শহীদ সাহেবকে তাঁর ‘রাজনৈতিক পিতা’ বলে সম্বোধন করলেন, পরে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করলেন।” এখানে – মোহাম্মদ আলী বণ্ডার কথা বলা হয়েছে।
- ❖ আমি জাশতাম, কোনো রকম বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তিনি সরে থাকতে চেষ্টা করবেন।” বঙ্গবন্ধু এখানে – মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর কথা বলেছেন।
- ❖ “বৃদ্ধ নেতা, বহু কাজ করেছেন জীবনে, শেষ বয়সে তাঁকে একবার সুযোগ দেওয়া উচিত দেশ

সেবা করতে।" এ কথা বলা হয়েছে – শেরে বাংলা একে ফজলুল হক প্রসঙ্গে।

❖ "এক টাকা দামের জিনিস পঁচিশ টাকা চাইবে, আপনাকে এক টাকাই বলতে হবে, লজ্জা করলে ঠকবেন..... রাস্তায় হাঁটবেন পকেটে হাত দিয়ে, না হলে পকেট খালি।" এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে – হংকং শহরের।

❖ "ঐ সমস্ত লোকের সাথে কি করে কাজ করা যায়, আমি এর ধার ধারি না। তোমাদের যুক্তফ্রন্ট মানি না। আমি চললাম।" উক্তিটি – মাওলানা ভাসানীর।

❖ "মানুষকে ভালোবাসলে মানুষও ভালোবাসে। যদি সামান্য ত্যাগ স্বীকার করেন, তবে জনসাধারণ আপনার জন্য জীবন দিতেও পারে।" উক্তিটি – শেখ মুজিবুর রহমানের।

❖ "তোকে মন্তব্যী হতে হবে। আমি তোকে চাই, তুই রাগ করে 'না' বলিস না।" বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উদ্দেশ্য করে এ কথা বলেছেন – শেরে বাংলা একে ফজলুল হক।

❖ "যে লোক হাজার হাজার টাকা উপার্জন করে গরিবকে বিলিয়ে দিয়েছেন আজ তার চিকিৎসার টাকা নাই, একেই বলে কপাল।" অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ কথা বলেছেন – হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে উদ্দেশ্য করে।

❑ বিবিধ তথ্যাবলি

❖ বঙ্গবন্ধু এডিনিউতে আওয়ামী লীগের এক সমাবেশে ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা হয় – ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট।

❖ 'এরপর জিন্নাহ যতদিন বেঁচে ছিলেন আর কোনোদিন বলেন নাই, উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে।' বলেছিলেন – বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

❖ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' অবলম্বনে তারাগড় পাহাড়ে – খাজাবাবা খলিফার মাজার ছিল।

❖ তাজমহল – যমুনার তীরে অবস্থিত?

❖ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' উল্লেখপূর্বক মোগলদের স্থাপত্যকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন – তাজমহল।

❖ তারাগড় পাহাড় অতিক্রম করে – মুসলমানরা পৃথিৱাজকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন?

❖ ফতেহপুর সিক্রি – ৮ বর্গমাইল জায়গা নিয়ে গঠিত ছিল।

❖ ফতেহপুর সিক্রি – আকবরের রাজধানী ছিল।

❖ ফতেহপুর সিক্রির প্রধান গেটের উচ্চতা – ১৩৪ ফুট।

❖ ফতেহপুর সিক্রির প্রথম দরজা পার হতেই – সলিম চিশতীর মাজার চোখে পড়ে।

❖ আত্মা দুর্গে – ৫০০ ঘর ছিল।

❖ ফতেহপুর সিক্রিতে – ষাট হাজার সৈন্য থাকতে পারত।

❖ 'দৈনিক ইত্তেহাদ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন – আবুল মনসুর।

❖ ইত্তেহাদ পত্রিকার পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে বঙ্গবন্ধু – ৩০০ টাকা পেতেন।

❖ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে উল্লেখ আছে 'পাগলা ঘণ্টা' ব্যবহৃত হয় – জেলে।

❖ বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয় – ১৯৪৩ সালে।

❖ বাংলার একমাত্র কাগজ যা মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করত – দৈনিক আজাদ।

❖ 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকার মালিক ও প্রতিষ্ঠাতা – মওলানা আকরম খাঁ।

❖ ভারতে ক্রিপস মিশন প্রেরণ করেন – চার্চিল।

❖ বাংলার দুর্ভিক্ষের সময় বাংলা উৎপাত করত – মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীরা।

- ❖ ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন - চার্চিল।
- ❖ সম্রাট বাবর মোগল সম্রাজ্যের ভিত্তি কোথায় গড়ে তুলেছিলেন - ফতেহপুর সিক্রিতে।
- ❖ সম্রাট আকবরের সমাধি অবস্থিত - সেকেন্দ্রায়।
- ❖ 'সওগাত' পত্রিকার সম্পাদক - মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন।
- ❖ কর্ডন প্রথা - এক জেলা থেকে অন্য জেলায় খাদ্য সরবরাহ করার নিষেধাজ্ঞা।
- ❖ 'সীমান্ত গান্ধী' বলা হয় - আবদুল গাফফার খানকে।
- ❖ পঞ্চনদীর দেশ বলা হয় - পাঞ্জাবকে।
- ❖ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে উল্লেখপূর্বক 'বজারা' - বিশেষ ধরনের নৌকা।
- ❖ যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু - ১০ হাজার ভোটে জয়ী হয়েছিলেন।
- ❖ "ফ্রেন্ডস নট মাস্টার্স" আত্মজীবনীমূলক বই লেখেন - আইয়ুব খান।
- ❖ পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন - হামিদুল হক চৌধুরী।
- ❖ 'ইত্তেফাক' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাকালীন সম্পাদক ছিলেন - তফাজ্জল হোসেন মানিক।
- ❖ "অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে উল্লেখকৃত 'জাভেদ মঞ্জিল' অবস্থিত - লাহোরে।
- ❖ বঙ্গবন্ধু বর্ণনায় কবি আল্লামা ইকবাল - জাভেদ মঞ্জিল (লাহোরে) বসে পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিলেন।
- ❖ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে উল্লেখ আছে - "তিয়েন শিং একটা সামুদ্রিক বন্দর।
- ❖ আওয়ামী শীঘের ১৯৫৩ সালের ময়মনসিংহের কাউন্সিলে বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে - শেখ মুজিব প্রস্তাব এনেছিলেন।
- ❖ ক্যান্টন শহর - পার্ল নদীর তীরে অবস্থিত।
- ❖ ১৯৫২ সালে চীনের রাজধানী ছিল - পিকিং।
- ❖ চীন স্বাধীনতা ঘোষণা করে - ১ অক্টোবর ১৯৪৯।
- ❖ পিকিং শান্তি সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের - ৩৭৮ জন সদস্য যোগদান করেছিল।
- ❖ পিকিং শান্তি সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বক্তৃতাকার করেছিলেন - বাংলা ভাষায়।
- ❖ ১৯৫২ সালের পিকিং শান্তি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিল - ৩৭টি দেশ।
- ❖ চীনের "তিয়েন শিং"১ হলো - সামুদ্রিক বন্দর।
- ❖ 'পিকিং শান্তি সম্মেলন ১৯৫২' স্থায়ী হয়েছিল - এগার দিন।
- ❖ সান ইয়েং সেনের সমাধি - নানকিং শহরে।
- ❖ চীনের কাশ্মীর বলা হয় - হ্যাংচো শহরকে।
- ❖ আল্লামা ইকবালের কবি ছাড়াও আরও একটি পরিচয় ছিল - দার্শনিক।
- ❖ পাকিস্তানের মিলিটারি হেডকোয়ার্টার্স ছিল - রাওয়ালপিণ্ডিতে।
- ❖ কারেন বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল - মায়ানমারে।
- ❖ হংকং শহরের নাম ইংরেজরা রেখেছিলো - ডিস্টোরিয়া।
- ❖ কর্ণফুলী কাগজ কল অবস্থিত - চন্দ্রঘোনায়।
- ❖ ১৯৫৪ সালে আদমজী জুট মিলের মালিক ছিলেন - গুল মোহাম্মদ আদমজী।
- ❖ ম্যাগাজিন - বন্দুক ও রাইফেল সম্পর্কিত টার্ম।
- ❖ পাকিস্তান-আমেরিকা মিলিটারি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় - ১৯৫৪ সালে।

তথ্যসূত্র - প্রিন্সেপ্টস টেক্সট বুক রিভিউ

সংগ্রহ ও সংকলনে - প্রকৌশলী মোঃ বায়েজিদ মোস্তফা
সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া